পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

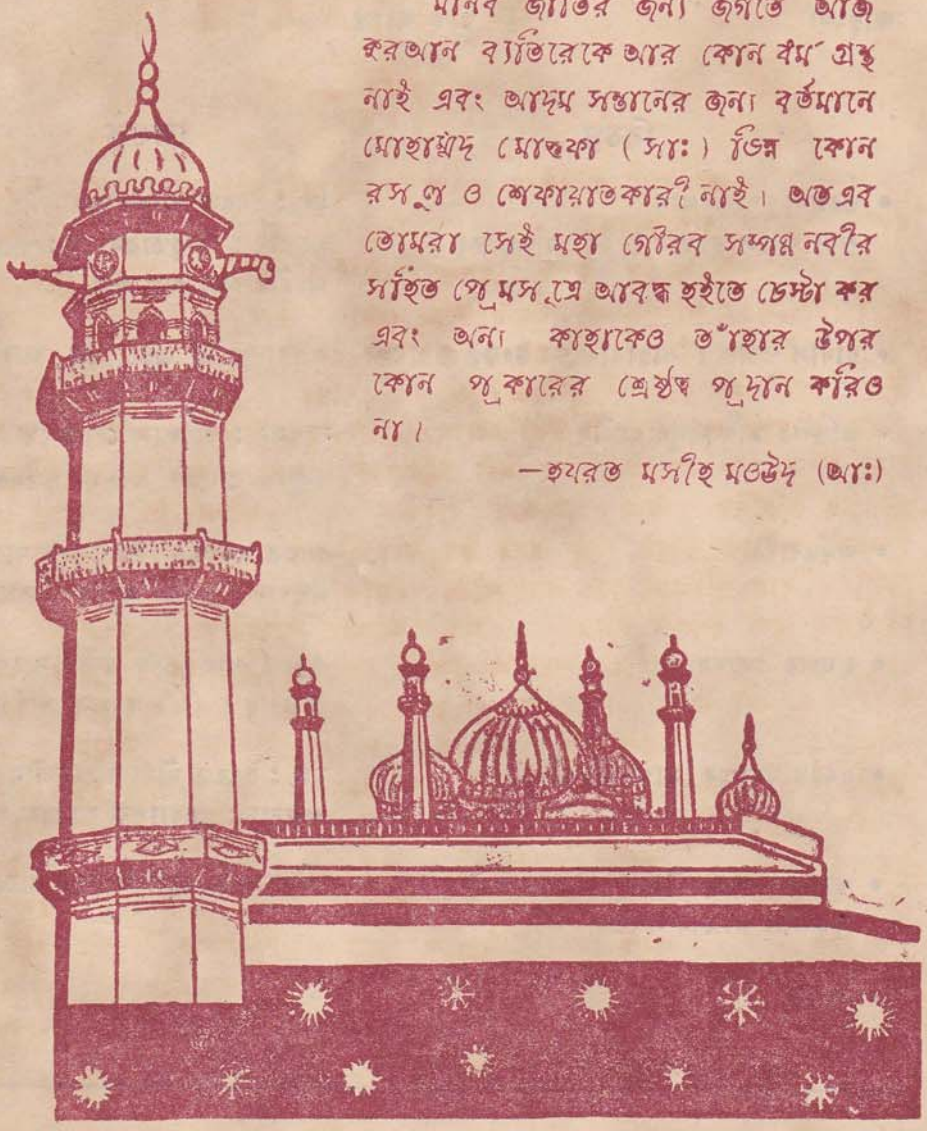

সম্পাদকঃ— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

৩০শে শ্রাবণ ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট ১৯৮১ ইং : ১৪ই শাওয়াল, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই আগষ্ট ১৯৮১ ইং | ৩৫শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আলে ইমরান (২য় ও ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ হাদীস	সংকলন : মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* জুমআর খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সদেক মাহমুদ	৯
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৫
* জামাতে আহমদীয়ার নিষ্ঠাবান কর্মী : নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব	মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক	১৭
* সংবাদ		২১

বিশেষ দোয়ার আবেদন

মোহতারম আমীর সাহেব বিগত ১০ই আগষ্ট ৮১ইং রংপুর হইতে আহমদনগর ফিরিবার পর পরই গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী তাঁহার শীঘ্র ও পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন। ১৪ই আগষ্ট ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমআর নামাজে তাঁহার জন্য বিশেষ দোওয়া করা হয় এবং বাদ জুমআ ঢাকা জামাতের পক্ষ হইতে একটি ছাগল সদকা দেওয়া হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

৩০শে শ্রাবন, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট ১৯৮১ ইং : ১৫ই জহুর, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

২য় রুকু

১১। নিশ্চয় যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহাদের ধন, সম্পত্তি এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কোন কাজেই আসিবে না, এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

১২। (তাহাদের আচরণ) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ। তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের অপরাধ সমূহের দরুণ তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

১৩। যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদিগকে বল, অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাস স্থান।

১৪। ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন ছিল। (তাহাদের মধ্যে) একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল, তাহারা (অর্থাৎ মোমেনগণ) তাহাদের চোখের দেখায় নিজেদের তুলনায় উহাদিগকে (অর্থাৎ কাফেরদিগকে) দ্বিগুণ দেখিতেছিল, এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন ; নিশ্চয় ইহার (অর্থাৎ এই ঘটনার) মধ্যে দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

১৫। মানুষের নিকট (সাধারণভাবে) কামনা বস্তুগুলি, যথা—রমণীগণ, সন্তান-সন্ততি স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৈপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি ও গৃহপালিত পশু সকল এবং শস্য ক্ষেত্রের আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে, এইগুলি সব পার্থিব জীবনের উপকরণ ; এবং আল্লাহ্ তিনি, যাঁহার নিকট উত্তম গন্তব্যস্থান আছে।

১৬। তুমি বল, আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব? যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট (এমন) বাগান সমূহ আছে, যেগুলির তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বসবাস করিবে, (তাহাদের জন্য সেখানে) পবিত্র দম্পতিগণ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সন্তোষ নির্ধারিত আছে, এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে দেখিতেছেন।

১৭। যাহারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে ক্ষমা কর।

১৮। যাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, (আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় মাল সমূহ) ব্যয়কারী এবং রাত্রির শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

১৯। আল্লাহ্ ন্যায় বিচাররে (ভিত্তির) উপর কায়েম হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন যে, (সত্য ইহাই যে) তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও (এই সাক্ষ্য দেয় যে,) তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই; তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।

২০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই সত্য ধর্ম। এবং ঐ সকল লোকই যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ মতভেদ করিল। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

২১। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্ক করে, তবে তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করিয়াছি, এবং যাহারা আমার অনুসরন করে তাহারাও, এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা নিরক্ষর, তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরাও কি আত্মসমর্পন করিয়াছ? অতঃপর তাহারা যদি আত্মসমর্পন করে, তবে (জানিও) তাহারা নিশ্চয় হেদায়ত পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমার কর্তব্য কেবল (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়া; এবং আল্লাহ্ বান্দাগণকে দেখিতেছেন।

৩য় রুকু

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায় ভাবে নবীদিগকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয়, তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

২৩। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কার্য সমূহ ইহকাল এবং পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবে না।

২৪। যাহাদিগকে শরীয়তের একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদের সম্বন্ধে জান না যে, (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা ভরে (ইহা হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়।

২৫। ইহা (অর্থাৎ উপেক্ষা) এই জন্য যে, তাহারা বলে, নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক দিন ব্যতিরেকে অগ্নি আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না, এবং যাহা তাহারা (মিথ্যা) রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে।

২৬। যখন আমরা সেই দিন যাহার (আগমন) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদিগকে একত্রিত করিব তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা অর্জন করিবে (সেই দিন) উহার পূর্ণ প্রতিফল (তাহাকে) দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর (কিছুমাত্র) যুলুম করা হইবে না।

২৭। তুমি বল, হে রাজত্বের মালেক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও এবং যাহাকে চাহ সম্মানিত কর এবং যাহাকে চাহ লাঞ্ছিত কর, সকল কল্যাণ তোমারই, নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

২৮। তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করাও এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর, এবং যাহাকে চাহ তুমি অপরিমিত দান কর।

২৯। মোমেনগণ যেন মোমেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধু না বানায়, এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করিবে, আল্লাহ্‌র সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ইহা ব্যতিরেকে যে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া চলিবে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে (তোমাদিগকে) ফিরিতে হইবে।

৩০। তুমি তাহাদিগকে বল, তোমাদের বক্ষে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, অবশ্যই আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং যাহা কিছু আকাশে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তিনি জানেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৩১। (সেই দিনকে ভয় কর) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন নেকী করিয়া থাকিবে তাহা নিজের সম্মুখে হাজির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও। সে (তখন) কামনা করিবে, হায়! যদি উহার (অর্থাৎ তাহার দুষ্কর্মের) এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান হইত; এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছন এবং তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অতি কৃপালু।

(ক্রমশঃ)

মূল :—হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
বঙ্গানুবাদ :—মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ জাঃ

হাদিস শরীফ

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬১১। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, প্রথমে হুজুর (সাঃ) সত্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যে স্বপ্নই দর্শন করিতেন, প্রভাতের ন্যায় উজ্জ্বল ও সত্য হইত। হুজুর (সাঃ) নির্জনতা পছন্দ করিতেন। হেরা গুহায় যাইয়া ইবাদত করিতেন। তিনি (সাঃ) কিছু সামগ্রী তাঁহার সাথে লইয়া যাইতেন। পুনরায় গৃহে আসিয়া পানাহারের সামগ্রী নিয়া যাইতেন। ইতিমধ্যে তাঁহার (সাঃ) নিকট ফেরেশতা আসিয়া বলিল : 'পাঠ কর।' তিনি (সাঃ) বলিলেন : 'আমি পাঠ করা জানি না।' ফেরেশতা তাঁহাকে জোরে চাপাইল। পরে ছাড়িয়া দিয়া বলিল : পাঠ কর'। হুজুর বলিলেন : আমি পড়িতে পারি না'। দ্বিতীয় বার চাপিলেন এবং ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন : 'পাঠ কর।' তিনি (সাঃ) বলিলেন : "আমি পড়িতে পারি না'। তৃতীয় বার আবার চাপ দিয়া ছাড়িল এবং বলিল : 'তোমার স্রষ্টা পালনকর্তার নাম গ্রহণ পূর্বক পাঠ কর, যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠ কর ঐ অবস্থায় যে তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু মহা সম্মানিত এবং দাতা'। অতঃপর, আঁ-হযরত (সাঃ) গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার হৃদকম্প হইতেছিল। তাঁহার পবিত্র পত্নী হযরত খাদিজা (রাযিঃ) এর নিকট আসিয়া বলিলেন : আমাকে 'কম্বলাবৃত কর'। তিনি তাঁহাকে কম্বলাবৃত করিলেন। যখন তাঁহার এই শঙ্কা প্রশমিত হইল, তখন হযরত খাদিজা (রাযিঃ)-কে সমস্ত ঘটনা বলিলেন এবং এই ধারনা প্রকাশ করিলেন : 'আমি আমাকে নিয়া ভয় করিতেছি। আমি কি এই মহা শুভ কর্ম সাধন করিতে পারিব ? 'ইহাতে হযরত খাদিজা (রাযিঃ) বলিলেন : 'খোদার কসম, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত হইতে দিবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন করেন। দুর্বল লোকদিগকে উঠানোর চেষ্টা করেন। যে সব সদগুণ লোপ পাইয়াছে, তাহা পালনের চেষ্টা করেন। অতিথেয়তা (মেহমান নেওয়াযি)করেন। প্রকৃত অভাব মোচনে সাহায্য করেন'। খাদিজা (রাযিঃ) তাঁহাকে ওয়ার্কা বিন নওফেলের নিকট লইয়া গেলেন। (ইনি হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহার চাচাত ভাই ছিলেন। এবং জাহিলিয়াতের যুগে খ্রীষ্টান ছিলেন। হীব্রু জানিতেন। হীব্রু ইঞ্জীল পড়িতে ও লিখিতে পারিতেন)। তিনি তখন অতি বৃদ্ধ। দৃষ্টি শক্তি হানির পথে। হযরত খাদিজা (রাযিঃ) ওয়ার্কাকে বলিলেন : 'আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন'। ওয়ার্কা বলিলেন : 'আপনি কি দেখিয়াছেন ?' হুজুর (সাঃ) সম্যক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ইহাতে ওয়ার্কা বলিলেন : 'এই সেই পবিত্রাত্মা,

যিনি হযরত মুসার (আঃ) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়, যখন আপনার জাতি আপনাকে বহিষ্কৃত করিবে, তখন আমি যদি বলবান যুবক বা জীবিত থাকিতাম, তবে আমি আপনাকে (সাঃ) সাহায্য করিতাম'। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তাহারা কি আমাকে বাহির করিয়া দিবে?' ওয়ার্কা বলিলেন: যে ব্যক্তিকেই এই মর্যাদা প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আপনাকে দেওয়া হইতেছে, তাহার জরুর বিরোধিতা করা হইয়াছে। যদি সেই সময় দেখিবার ভাগ্য আমার হয়, তবে আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব'। কিন্তু ওয়ার্কা ইহার অল্প কাল পরেই পরলোক গমন করেন।"

['বুখারী; কিতাব কাইফা বাদায়াল ওয়াহীয়ো ইলা রাসুলিল্লাহে সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম; ১:২ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

কতিপয় মহাতাৎপর্যপূর্ণ হাদীস

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان من اعلام الساعة و اشراطها ان يكون المومن فى القبيلة اذل من النقد و النقد با لتحريك الجنس الردىء من الغنم (طبرانى)

অর্থ—হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: "কিয়ামতের আলামত ও পূর্বলক্ষণাবলীর মধ্যকার একটি ইহাও যে, সেই সময় মুমেন তাহার কওমের মধ্যে নিম্ন ও নিকৃষ্ট মানের ছাগল-ভেড়া অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে।"

(মুতাবাকাতুল ইখতেরায়াতিল আসরাতে লেমা আখবারা বেহি সৈয়্যদুল বারিয়া পৃ. ১০০, ইমাম আবুল ফয়েজ আহমদ বিন মোহাম্মদ প্রণীত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭ হিঃ মোতাবেক ১৯৬৮ ইং কায়রো, মিশরে মুদ্রিত)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر شرار امتى على خيارهم حتى ليستخفى فيهم المومن كما ليستخفى فيكم المنافق اليوم (ايضا ص ٩٩)

অর্থ—"রসুলে খোদা (সাঃ) বলিয়াছেন: আমার উম্মতের দুরাত্মাগণ পুণ্যাত্মাদের উপর এমনই রূপে ক্ষমতালাভ করিবে যে, আজ তোমাদের মধ্যে যেমন মুনাফেক লুকাইয়া থাকে তেমনি মুমেন সেই সময়ে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে।" (ঐ পৃঃ ৯৯)

ان من امتی لرجال ان الایمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسی -

অর্থ:—"আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ কিছু লোক হইবে যাহাদের অন্তরে ঈমান অবিচল পাহাড়ের চাইতেও সুদৃঢ় হইবে।" (কানযুল উম্মাল, ৫ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩৬, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্যে ১৩১৩ হি: সনে মুদ্রিত)

اشد امتی لی حبا قوم سیکونون بعدی یود احدهم انه فقد اهله وماله وانه رانی (حم عن ابی ذر - کنز العمال جلد ۶ ص ۲۳۱)

অর্থ:—"আমাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিবে সেই সকল লোক যাহারা আমার পরে আসিবে—তাহাদের প্রত্যেকেই এই মনোবাঞ্ছা পোষণ করিবে যে, হায়! যদি সে তাহার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ হারাইয়াও (সেগুলির বিনিময়ে) আমার সাক্ষাৎ বা দর্শন লাভ করিতে পারিত।" (কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩১)

سیکون بعدی ناس من امتی یشد الله بهم الثغور یوخذ منهم الحقوق ولا یعطون حقوقهم اولئک منی وانا منهم (ابن عبد البر فی الصحابة من زید العقیلی - کنز العمال جلد ۶ ص ۲۳۶)

অর্থ:—"আমার পরে আমার উম্মতে এরূপ কতিপয় লোক হইবে, যাহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামের সীমান্ত সমূহের দৃঢ়ীকরণ ও সংরক্ষণ করিবেন। তাহাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার হরণ করা হইবে এবং তাহাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিও, তাহারাই আমার এবং আমিও তাহাদেরই।"

(কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

'হাম পর করম কিয়া হ্যায় খোদায়ে-গইউর নে,
পূরে হুয়ে জো ওয়াদে কিয়ে থে হুজুর (সা:) নে।

সংকলন: মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ
বঙ্গানুবাদ:—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সা:) হইয়া গিয়াছি। যাহা কিছু তিনিই (সা:), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন]

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম
মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

'যে আমল খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে করা হয় উহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।'

"কোন কোন লোক অভিযোগ করে যে, তাহারা নেক কাজ সবই করিল, নামাজ পড়িল রোজাও রাখিল, সাদকা-খয়রাতও দিল এবং মুজাহেদা (তপস্যা-সাধনা)ও করিল কিন্তু তাহাদের কোন কিছুই লাভ হইল না। এরূপ লোক নিতান্ত হতভাগ্যই হইয়া থাকে। এজন্য যে তাহারা খোদাতায়ালার 'রবুবিয়ত'-এর উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা সমগ্র আমল খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিয়া থাকে না। যদি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে কোন আমল করা হয়, তাহা হইলে উহা বিনষ্ট হইতে পারে না এবং কখনও সম্ভব নয় যে খোদাতায়ালা উহার পুরস্কার না দেন। উক্ত কারণ বশতঃই অধিকাংশ লোক সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত হয় এবং তাহারা খোদাতায়ালার অস্তিত্বের কোন সন্ধান পায় না। .....খোদাতায়ালার (প্রকৃতিক) কার্য-ক্রিয়া সমূহের প্রতি লক্ষ্য কর তিনি যে কত বিচিত্রময় মুহূর্ত ও সময়াবলী নির্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কুদরতের কত ধরণের আশ্চার্য লীলাখেলা বিদ্যমান রহিয়াছে যেগুলি একদিকে তাঁহার অস্তিত্বের যুক্তিগত দলিল-প্রমাণ বহন করে আর অন্য দিকে ঐশী নিদর্শনাবলী রহিয়াছে যেগুলি মানুষকে সততঃ মানিয়া লইতে বাধ্য করে যে এক অসাধারন কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী খোদা মওজুদ আছেন।" (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ২২৯)

"যদি পরিত্রাণ চাও, তাহা হইলে সবিনয়ে কুরআন করীমের জোয়াল স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লও।"

'কুরআন করীমে প্রায় পাঁচশত আদেশ রহিয়াছে এবং উহা তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি শক্তি, ক্ষমতা, আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বভাবগত ক্ষমতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মার্গ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাদের জন্য এক জ্যোতির্ময় দাওয়াতের আয়োজন করিয়াছে। সুতরাং তোমরা এই দাওয়াত ও আপ্যায়নকে শোকরগোজারীর সহিত গ্রহণ কর এবং যত প্রকারের খাদ্য বা আহার্য্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে সে সবগুলিই ভক্ষণ কর এবং সবগুলির দ্বারাই লাভবান হও। যে ব্যক্তি ঐ যাবতীয় আদেশের মধ্যে কোন একটিকেও অবজ্ঞা করে বা এড়াইয়া যাইতে চায়, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে সে বিচার-দিবসে ধৃত ও শাস্তির যোগ্য হইবে। যদি রক্ষা পাইতে ও নাজাত লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে 'দ্বীনুল-আজায়েয' (বৃদ্ধা মহিলা সুলভ সরলতার সহিত ধর্মপালনের পন্থা) অবলম্বন কর। এবং সবিনয়ে কুরআন করীমের জোয়াল স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লও, কেননা দুষ্ট নিপাত যাইবে এবং উদ্ধত ও অহংকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু যে

পরম বিনয় সহকারে মস্তক অবনত করে, সে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবে। জাগতিক স্বাচ্ছন্দের শর্তাবলী সাপেক্ষে খোদাতায়ালার এবাদত করিও না, কেননা এরূপ ধারনার বশবর্তীর জন্য সামনে গহ্বর নির্ধারিত আছে। বরং তোমরা কেবল এই জন্যই তাঁহার বন্দেগী ও আরাধনা কর যে এই বন্দেগী ও আরাধনা তোমাদের উপর একমাত্র স্রষ্টারই হক স্বরূপ বর্তিয়া আছে। তাঁহার আরাধনাই সর্বৈব তোমাদের জীবনে পরিণত হওয়া উচিত এবং তোমাদের সকল পুণ্যের একমাত্র লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে, সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদ ও প্রকৃত হিতৈষী ও কল্যাণকারী খোদা যেন সন্তুষ্ট হন। কেননা ইহার নিম্ন পর্যায়ের যে কোন ধ্যান-ধারনাই হোঁচট ও পদস্খলনের কারণ বই আর কিছু নয়।" (ইযালা-ই-আওহাম, পৃঃ ৪৪৬-৪৫০)

একটি কাশ্‌ফ বা স্বপ্ন এবং উহার তা'বীর
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ইং

"আজই আমি এক স্বপ্নে দেখিলাম যে, সোনালী তারের কারুকার্য-খচিত একটি অতি সুন্দর চোগা (লম্বা জামা বিশেষ) গায়েব হইতে আমাকে দেওয়া হইয়াছে। এক চোর উহা লইয়া পালায়। সেই চোরের পিছনে এক ব্যাক্তি ছুটিয়া যায় এবং চোরকে ধরিয়া আনে এবং চোগাও ফিরাইয়া লইয়া আসে। অতঃপর চোগাটি এক পুস্তকে রূপান্তরিত হইল যে পুস্তকটি "তফসীরে কবীর" নামে অভিহিত। এবং জানা গেল যে, চোর উহা লইয়া এ উদ্দেশ্যে চম্পট হইয়াছিল যেন ঐ তফসীরটি বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে।"

হযরত আকদাস (আঃ) বলেন: "এই কাশ্‌ফ বা স্বপ্নের তা'বীর হইল এই যে, চোর বলিতে শয়তানকে বুঝায়। শয়তান চায় যেন আমাদের তত্বপূর্ণ বাণী বা বচনাবলীকে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে উধাও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ ঘটিতে পারিবে না। এবং "তফসীরে কবীর' যাহা সোনালী চোগার রঙে দেখান হইয়াছে উহার তা'বীর এই যে, উহা আমাদের জন্য সম্মান, মর্যাদা এবং সৌন্দর্যের কারণ হইবে।"

(সাপ্তাহিক 'বদর' ২য় খণ্ড, নং ৩৬, তাং ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ইং পৃঃ ৩;
সাপ্তাহিক 'আল-হাকাম, ১৯ম খণ্ড, নং ২১, তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ইং;
তাজকেরা ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৭০)

অনুবাদ - মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

আমার মস্তক আহমদ (সাঃ) এর চরণধুলায় লুণ্ঠিত।
আমার হৃদয় সদা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কুরবান॥
(ফারসী দুররে সমীন)

হযরত মসীহ মওউদ

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১০ই এপ্রিল ১৯৮১ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

মানুষের প্রতি কুরআন করীমের আদেশ এই যে, তাহারা যেন ঘোষণা করে যে তাহারা ইসলামের উপর সুদৃঢ়রূপে কায়েম রহিয়াছে, এবং কোন ভয় ভীতি বা লোভ-লালসা বশতঃ তাহারা এদিক বা ওদিক যাইবে না।

আল্লাহতায়ালা মানবজাতির জন্য দ্বীনে-ইসলামকেই পছন্দ করিয়াছেন। তিনি প্রতিটি ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া দাও যে, আমি আমার রবের নাফরমানি বা অবাধ্যতা করিতে ভয় করি।"

ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মানিয়া চল—খোদাতায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহে লইয়া যাওয়ার ইহাই একমাত্র পথ।

তাশাহুদ ও তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস বলেন :

অসুস্থতা এখনও দূর হয় নাই এবং দুর্বলতা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল করুন। বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

আমাদের জন্য জরুরী আমরা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন করীমের হেদায়েতকে মজুতির সহিত ধরিয়া রাখি। আমি কয়েকবারই বলিয়াছি, কেবল কয়েকটি মোটা মোটা আদেশই নয় যেগুলি একজন মুসলমানের জীবনকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং যেগুলি একজন মুসলমানকে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত করে, বরং কুরআন করীম আমাদের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেই হেদায়েত বা নির্দেশ দান করিয়াছে, উহাদের গণ্ডী নির্ধারণ করিয়াছে এবং সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাগুলির সম্বন্ধে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, সীমারেখাগুলির নিকটে যাইতেও বিরত থাকা উচিত, কেননা অনেক সময় ভুলবশতঃ মানুষের পা সীমারেখার বাহিরেও চলিয়া যায় এবং সেই কারণে তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

ان الدين عند الله الاسلام (ال عمران : آيت ٢٠)

(অর্থ—"নিশ্চয় ইসলামই হইল আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন—অনুবাদক)

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর দ্বীন তো এখন একটিই মাত্র রহিয়া গিয়াছে। উক্ত আয়াতে সেই দ্বীনকেই ইসলাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দ্বীন বা ধর্ম নাই। এরূপ কোন হেদায়ত বা শিক্ষা যাহা কুরআন করীমের পরিপন্থী বা ভিন্নতর, উহা মানুষকে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির পথে লইয়া যাইতে পারে না। এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরেই আমরা আহমদী মুসলমানদিগকে দণ্ডায়মান করা হইয়াছে এবং এই আকীদার উপরই আমরা কায়েম আছি যে, "ইন্নাদ্দীনা ইন্দাল্লাহেল ইসলাম।"

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা জোমারে বলেন :

قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین (آیت ۱۲)

[অর্থ—"বলিয়া দাও যে, আনুগত্য ও অনুবর্তিতা তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া আমি আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছি।"—অনুবাদক]

কুরআন করীমের প্রতিটি আদেশের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি হইলেন হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং যেহেতু তাঁহারই 'উসওয়া' বা আদর্শ অনুসরণ করার জন্য আমাদিগকে আদেশ দান করা হইয়াছে সেজন্য প্রতিটি মুসলমানকে—সে যেখানেই বাস করুক না কেন এবং অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে সময়কারই হউক না কেন—প্রতিটি আদেশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, তুমি বল যে, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহর এবাদত যেন এরূপে করি যাহাতে আনুগত্যকে শুধু তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেই।'

উক্ত আয়াতে দুইটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক, আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত : ইসলামে এবাদতের অর্থ বা মর্ম অতি ব্যাপক। এবাদতের অর্থ হইল—"মুখলেসান লাহুদদ্বিনা" অর্থাৎ এতায়াত বা আনুগত্যকে কেবল তাঁহারই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করা। অন্য কথায় কুরআনকরীমের প্রতিটি আদেশ পালনই হইল আল্লাহ্‌র এবাদত। কুরআন করীম বলে, যেমন—"কাহারও সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করিও না।" ইহা আল্লাহ্‌-তায়ালার হুকুম। সেজন্য যদি কেহ এই নিয়তের সহিত কুধারণা হইতে বিরত থাকে যে সে আল্লাহ্‌তায়ালার এতায়াত বা আজ্ঞানুবর্তিতা করিতে চায়, তাহা হইলে উহাও উক্ত শর্ত পালনের মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে।

কুরআন করীম আরও বলিয়াছেন :

وامرت لان اکون اول المسلمین (زمر : آیت ۱۳)

(অর্থ—'আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন প্রথম শ্রেণীর মুসলিম বা আত্মসমর্পনকারী হই।" —অনুবাদক) অর্থাৎ—'আমাকে শুধু এই হুকুমই দেওয়া হয় নাই যে, এতায়াত বা অনুবর্তিতাকে কেবল তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট করি বরং ইহাও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমি যেন আমার স্বভাবজ ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে থাকি এবং এক উচ্চতর মোকাম বা মার্গে উপনীত হই। সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম মোকামের অধিকারী তো হইলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তিনি হইলেন মুসলেমীনের খাতাম—প্রকৃতঅর্থে তিনিই আওয়ালুল মুসলেমীন। পূর্ববর্তীরাও ইহার এই অর্থই করিয়া গিয়াছেন যে, জামানার দিক দিয়া নয় বরং গুণ, মর্যাদা ও মোকামের দিক দিয়া ইসলামের ক্ষেত্রে (ইন্নাদদ্বীনা ইন্দা-ল্লাহেল-ইসলাম) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁহার রব্বে-করীমের দৃষ্টিতে যে মোকামের অধিকারী হইয়াছেন, সেই মোকামে অন্য কোন মানুষ পৌঁছাইতে পারে নাই এবং কখনও কেহ পৌঁছাইতে পারে না। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁহার সমগ্র স্বভাবজ শক্তি ক্ষমতা ও গুণের পরিপোষণ ও পূর্বতম বিকাশ সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহার

সেই সকল শক্তি, ক্ষমতা ও গুণ মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও উৎকৃষ্ট ছিল। কাজেই মানবজাতির জন্য তিনিই পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শগত দৃষ্টান্ত (Model) হিসাবে থাকিবেন, যাহাতে এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ স্বভাবজ ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ও আত্মিক উন্নতির উচ্চতর মার্গ সমূহে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে—অনুবাদক) প্রত্যেক ব্যক্তিই চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে তাহার সাধ্য ও সাধনা অনুযায়ী যতটুকু উপরে যাইতে পারে ততটুকু উপরে যেন সে যায় এবং কোন চেষ্টার ত্রুটি ও গাফলতির ফলশ্রুতিতে এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সুদৃষ্টি তাহাকে যে মোকাম পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিয়াছিল সে ঐ মোকাম হইতে নীচে পড়িয়া থাকে। তারপর ধারাবাহিক ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি আয়াত আমি উপস্থাপন করিতেছি :

قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم (الزمر : آیت)

"বল যে, আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহা হইলে আমি এক বড় দিনের আযাবকে ভয় করি।" (জোমার : ১৩ নং আয়াত)

হযরত নবী করীম (সাঃ)ও ইহা ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের ঘোষণা করা উচিত যে "আমাদের রব বলেন যে, এরূপ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করি যেন আনুগত্য তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং ইসলামের সকল আদেশ মানিয়া চল। একমাত্র এই পথই অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম তোমাদিকে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহে লইয়া যাইবে ইহার উপর পরিচালিত হও ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। সুতরাং এখানে আল্লাহ্‌-তায়ালা ইহা বলিয়াছেন যে, যদি আমি (অর্থাৎ রসুল সাঃ এবং তাঁহার অনুসরণে প্রতিটি মুমেন-মুসলিম—অনুবাদক) নাফরমানী করি এবং এই পথ ছাড়িয়া দেই এবং ইহার পরিবর্তে অন্যান্য পথের অনুসন্ধানে লাগিয়া যাই অথবা অন্যান্য পথে পরিচালিত হই, তাহা হইলে সেই সকল পথ কখনও খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যাইবে না।

انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم

"আমি ভয় করি যে এরূপ করিলে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে এক বড় দিনের আজাবে নিক্ষিপ্ত করিবেন।" প্রত্যেক মুমেন মুসলিমের অন্তরে এই ভীতি বিরাজিত থাকা উচিত। অতঃপর উক্ত সুরার ১৫তম আয়াত এই যে— قل الله اعبد

অর্থাৎ—"যেহেতু তোমার অন্তরে এই ভয় বিরাজমান যে, তুমি যদি ইসলাম পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালার আজাব তোমার উপর পতিত হইবে সেইজন্য ঘোষণা করিয়া দাও যে খোদাকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না।" পুনঃ ঘোষণা করিয়া দাও 'এতায়াতকে একমাত্র তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া আমি তাঁহার এবাদতে নিয়োজিত। ইসলাম কেন, ইসলামের কোন হুকুমকেই আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না, আমি ইসলামের উপরে সুদৃঢ়রূপে কায়েম আছি।

হযরত নবী করীম (সাঃ) তো জগতে ইসলাম আনায়নকারী, ইসলামকে বিস্তারমানকারী ও

ইহার শিক্ষার বর্ণনা দানকারী ও উহার তফসীর বা বিশদ ব্যাখ্যাদানকারী এবং ইসলামের অনুকরণ ও অনুসরণে মানবজাতির জন্য উৎকৃষ্টতম উসওয়া তথা অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। কিন্তু এই উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তিকেই বলা হইয়াছে, সে যেন ঘোষণা করে যে, সমগ্র পার্থিব শক্তি গুলি যদি আমাদিগকে ইসলাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ও দূরে সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক শক্তিও প্রয়োগ করে, তথাপি ইসলামের পথ এবং উহার হেদায়ত ও শিক্ষা এবং আমাদের স্বভাবজ শক্তি নিচয় ও ক্ষমতা সমূহের পরিপোষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে ইসলামের মাধ্যমে যে উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ্‌তায়ালার এই মহান ইসসাম তথা কল্যাণের এই রাজ-পথ হইতে আমরা কোনরূপ ভয়-ভীতি অথবা লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া কখনও এদিক বা ওদিক যাইব না। আমরা ইহার উপর মজবুতির সহিত কায়েম আছি এবং অনড়-অটল থাকিব।" قل الله اعبد مخلصا له دينى 'বলিয়া দেও যে, আমি আল্লাহর এবাদত ও এতায়াতকে একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে ও তাঁহারই জন্য নির্ধারণ ও নিবেদক পুর্বক পালন করি।'

কুরআন করীম আমাদের এমনই এক শরিয়ত, এমনই এক শিক্ষা ও দ্বীন, যে সম্বন্ধে খোদাতায়ালা স্বয়ং উহাতে ঘোষণা করিয়াছেন:

اليوم اكملت لكم دينكم (المائدة: ٤ آيت)

—"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে কামেল, পূর্ণ ও পরিণত করিয়া দিয়াছি।" আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন: ان الدين عند الله الاسلام (—'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম হইল ইসলাম।" —অনুবাদক)। সেইজন্য اليوم اكملت لكم دينكم —এই দ্বীনে-ইসলামকে কামেল, পূর্ণ ও পরিণত করা হইয়াছে। আর ইহা এজন্য করা হয় নাই যে, এতদ্বারা তোমরা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হও, واتممت عليكم نعمتى —বরং যাহাতে তোমাদের উপরে আমার নেয়ামত সমূহের পূর্ণত্ব ও চরমত্ব সাধিত হয়, এবং ইহার ফলশ্রুতিতে আমি (আল্লাহ) যেন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হই। আমি তোমাদের জন্য দ্বীনে-ইসলামকে পছন্দ করিয়াছি, ইহার উপর পরিচালিত হইলে এবং ইহার অনুশাসন মানিয়া চলিলে আমি তোমাদিগকেও পছন্দ করিতে আরম্ভ করিব।'
(আল-মায়েদা: ৪ নং আয়াত)

তারপর বলিয়াছেন:

قل انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم (الزمر: ١٤ آيت)

—"সকলের সামনে বলিষ্ঠভাবে বলিয়া দাও যে, আমি আমার রবের নাফরমানী করিলে আমি এক বড় দিনের আজাব সম্বন্ধে ভীত ও সন্ত্রস্ত। قل الله اعبد مخلصا له دينى "—সেজন্য শোন, আল্লাহ্‌র এবাদত আমি এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতাকে তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করিয়া এবং তাঁহারই জন্য নির্ধারণ করিয়া পালন করি।"

فاعبدوا ما شئتم من دونه

—"আর যে তোমাদের ব্যাপার, সেই ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহার ইচ্ছা

তাহার এবাদত করিতে পার। তোমাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া দ্বীনে ইসলামের আওতায় আনয়নের দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই ঘোষণ যে, দুনিয়ার কোন শক্তি যেমন তাহাকে এই পথ হইতে বিচ্যুত ও বিমুখ করিতে পারে না, তেমনি ধারায় উম্মতের পক্ষ হইতেও একই ঘোষণ—প্রত্যেক ব্যক্তি যে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আত্মোৎসর্গিত এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রেমে বিভোর হইয়া জীবন যাপনকারী সেও এ কথাই বলে যে, সে ঐ পথ কখনও পরিত্যাগ করিবে না যে পথের পৃষ্ঠে সে শুধু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদচিহ্নাবলী দেখিতে পায়। তোমরা যাহা খুশী তাহা করিতে থাক এবং যাহার ইচ্ছা তাহার উপাসনা কর, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু একটি কথা শুনিয়া লও যে, একমাত্র সেই সকল লোকই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ সাব্যস্ত হইবে যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীদিগকে কিয়ামত দিবসের ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। উত্তমরূপে স্মরণ রাখিও, কিয়ামত বা বিচার দিবসের ক্ষতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে খোলাখোলীভাবে মারাত্মক ক্ষতি। উহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি আর কাহারও হইতে পারে না, উহা অপেক্ষা বড় শাস্তি আর কিছুই হইতে পারে না এবং ইহা অপেক্ষা বড় দুঃখজনক ও কষ্টকর ব্যাপার আর কিছুই নয় যে আল্লাহ্ হইতে মানুষ দূরে সরিয়া পড়ে। (সুরা জোমার, ১২-১৬ আয়াত)

ان الدين عند الله الاسلام

(—খোদাতায়ালার নিকট (গ্রহণযোগ্য) একমাত্র ধর্ম হইল ইসলাম।) ইসলাম ব্যতীত আর কোন দ্বীন নাই। এবং আমরা আহমদীগণ আমাদের এই দ্বীনের উপরই কায়েম আছি; দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদিগকে এই স্বর্গীয় রাজপথ হইতে সরাইয়া দিতে পারে না। জবরদস্তি করিয়া নামাজ ছাড়াইতে পারে না, আমাদের নিকট হইতে রোজা ছাড়াইতে পারে না, তেমনি আরও যে (কুরআনের) সাতশত হুকুম রহিয়াছে, সেগুলি ছাড়াইয়া দিতে পারে না।

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ○ (آل عمران : ٨٦ آيت)

অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন পছন্দ করিবে, উহা (দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম) তাহার পক্ষে অথবা অন্য কাহারও পক্ষে আল্লাহতায়ালা কবুল করিবেন না, উহা তাঁহার পছন্দনীয় হয়। এবং এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' (আলে ইমরান : ৮৬ আয়াত)

সুতরাং ইহা একটি কঠোর সত্য যাহা কুরআন করীম উহার বিভিন্নস্থানে সুস্পষ্টরূপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে। আজ আমি উহাদের মধ্যে কয়েকটি আয়াত সম্বলিত একাংশ উপস্থাপন করিলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা তওফিক দিলে পবিত্র কুরআনে আরও যেখানে যেখানে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে সেগুলি পরবর্তীতে জুমার খোৎবা সমূহে

বর্ণনা করিব, ইনশাআল্লাহ্‌। আজকের মত এটুকুই করিয়া উঠিতে পারিয়াছি। অসুস্থতা বশতঃ দুর্বলতা বোধ করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করিবার শক্তি ও তওফিক দান করুন।

স্মরণ রাখিবে, দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত আর কোন দ্বীন নাই। আরও স্মরণ রাখিবেন যে আপনারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে যাহা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ খালেস ও খাঁটি দ্বীন—বেদাত ও ভেজাল বিমুক্ত পবিত্র দ্বীন—কুরআন করীমের মহান শিক্ষা, কুরআন করীমের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য ও সুউচ্চ শান এবং আমাদের জগতের সমুদ্রবাশী অপেক্ষাও ব্যাপকতর কুরআন করীমের বিশদ তত্ব ও তথ্যের সুপ্রসারতা—এই বাস্তব ও ধ্রুব সত্য আপনারা লাভ করিয়াছেন। দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা অথবা দুনিয়ার কোন ভয়-ভীতি আমাদিগকে এই মোকাম ও অবস্থান হইতে, এই পবিত্র পথ হইতে দুরে সরাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু আমাদের চেষ্টা-প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে নয় বরং ইহার জন্য আমাদিগকে খোদাতায়ালার সমীপে সবিনয়ে ঝুঁকিয়া থাকা উচিত, কেননা তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কিছুই করিতে পারি না। আমরা কোন কিছুই নই। সেই অতি তুচ্ছ ধুলিকনা, যাহা আমাদের পাদুকার তলায় লাগিয়া আছে উহার তুল্যও আমাদের অবস্থা নয় যদি খোদাতায়ালার ফজল ও তাঁহার রহমত আমাদের সহায়ক ও সহযোগী না হয়। আর যদি তাঁহার ফজল ও রহমত আমাদের সহায়ক ও সহযোগী হয় তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর কোন মূল্য নাই।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে আমাদের মোকাম ও মর্যাদাকে অনুধাবণ করিবার এবং সেই বাস্তব সত্যটি যাহা "ইন্নাদদ্বীনা ইন্দাল্লাহেল ইসলাম"-এর মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে তাহা বুঝিবার মত তওফিক ও সামর্থ্য দিন। আমিন।

('দৈনিক আল-ফজল, ২৫শে মে ১৯৮১ইং)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

"দোওয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বিরাট শক্তি রাখিয়াছেন। খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার ইলহাম যোগে ইহাই জানাইয়াছেন যে যাহা কিছু হইবার তাহা দোওয়ার দ্বারাই সাধিত হইবে। আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোওয়াই। এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন (পার্থিব) অস্ত্র আমার নিকট নাই। যাহা কিছু আমরা গোপনে ও নিরবে খোদাতায়ালার নিকট মাগিয়া থাকি তিনি তাহা বাস্তবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেন।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

[নিম্নে হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ), আহমদীয়া জামাতের ২য় খলিফা কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রণীত 'কুরআন করীমের তরজমা ও তাফসীরের ভূমিকা' গ্রন্থ হইতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনীর অংশটুকুর বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক ভাবে পাক্ষিক 'আহমদী'তে প্রকাশ করা হইতেছে। অনুবাদ করিতেছেন জনাব অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান।]

—সম্পাদক

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন সে যুগের অবস্থাকে তাঁহার জীবনেরই একটি অংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত। কেননা ঐ যুগের অবস্থা সম্মুখে রাখিয়া আমরা তাঁহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যাবলী যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সৌর বৎসর অনুযায়ী পবিত্র মক্কানগরীতে ৫৭০ ইসাব্দের আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মের পর তাঁহার নাম মুহাম্মদ (সাঃ) রাখা হইয়াছিল। মুহাম্মদ শব্দের অর্থ পরম প্রশংসিত। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর জন্মের সময় মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত আরবের সকল অধিবাসী মুশরেক ছিল। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং ইহাও বিশ্বাস করিত যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মুশরেক ছিলেন না। এতদ সত্বেও তাহারা মূর্তি-পূজা করিত এবং ইহার স্বপক্ষে তাহারা এই যুক্তি প্রদর্শন করিত যে, কোন কোন ব্যক্তি উন্নতি করিতে করিতে আল্লাহ্‌তায়ালার এতই নিকটবর্তী হইয়া যায় যে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাঁহাদের শাফায়াত অবশ্যই গৃহীত হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শান ও মর্যাদা এতই উচ্চ ও সুমহান যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাঁহাকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, কেবল মাত্র সিদ্ধ পুরুষগণই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন না কোন মাধ্যমের প্রয়োজন যাহার সাহায্যে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও সহায়তা লাভ করিতে পারে। এইরূপ অদ্ভুত ও অসঙ্গত যুক্তি দ্বারা তাহারা একদিকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে তৌহীদবাদী বলিয়া মনে করিত এবং অপরদিকে নিজেরা বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মমত পালন করিত। তাহারা বলিত যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পক্ষে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাঁহার ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ছিল না। সেইজন্য কোন পবিত্র ব্যক্তিকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ পবিত্র ব্যক্তির মূর্তিকে সন্তুষ্ট করিয়াই তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে পারিবে। তাহাদের এই ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে যে অপবিত্র ভাব ও

অসামঞ্জস্য বিদ্যমান সে বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি কখনও নিপতিত হয় নাই। কারণ কোন তৌহীদবাদী ধর্ম প্রচারকের শিক্ষা তাহারা পায় নাই। যখন কোন জাতির মধ্যে অংশীবাদীতা শুরু হইয়া যায় তখন এক হইতে দুই, দুই হইতে তিন—এইভাবে দেব-দেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের সময় পবিত্র কা'বা ঘরে (যাহা বর্তমানে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এবাদতের স্থান) ৩৬০টি মূর্তি ছিল—চান্দ্র বৎসর অনুযায়ী বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ছিল। ইহা ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহেও বড় বড় গোত্রের কেন্দ্রস্থলে ভিন্ন মূর্তি ছিল। বস্তুতঃ আরবের সর্বত্রই মূর্তি-পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আরবগণ বাচন-ভঙ্গীর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিত এবং বাকপটুতা অর্জনের জন্য খুবই সচেষ্ট ছিল। ইহা ব্যতিরেকে তাহাদের নিকট শিক্ষার আর কোনই মূল্য ছিল না। তাহারা ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই জানিত না। কিন্তু যেহেতু তাহারা মরুবাসী ছিল এবং কোন পথ নির্দেশিকা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মরুভূমিতে চলাফেরা করিতে হইত, ফলে স্বভাবতঃই জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি তাহারা গভীর আগ্রহী ছিল। সমগ্র আরবদেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু কথিত আছে যে, মক্কার মুষ্টিমেয় লোক পড়িতে ও লেখিতে জানিত। চারিত্রিক গুনাবলীর ব্যাপারে আরবদের মধ্যে অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যাইত। একদিকে তাহারা কতকগুলি জঘন্য পাপে লিপ্ত ছিল। আবার অন্যদিকে তাহারা এমন কিছু কিছু পুন্য কর্মও সম্পাদন করিত যাহা তাহাদের জাতীয় মর্যাদাকে সমুন্নত রাখিয়াছিল।

মদ্যপান ও জুয়া

মদ্যপানের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় আসক্তি ছিল এবং মদের নেশায় বেঁহুশ হইয়া যাওয়া ও অসংলগ্ন কথাবর্তা বলা তাহাদের নিকট লজ্জাস্কর বলিয়া মনে হইত না; উপরন্তু সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীগণকে অহরহ মদ্যপানে আপ্যায়িত না করিলে কেহ সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না। ধনী ব্যক্তিদের দৈনিক পাঁচবার মদের আসর জমানো অত্যাবশ্যক ছিল। জুয়া তাহাদের জাতীয় খেলা ছিল। কিন্তু তাহারা ইহাকে সূক্ষ্ম কলায় পরিণত করিয়াছিল। অর্থ উপার্জনের জন্য তাহারা জুয়া খেলিত না; বরং অর্থ ব্যয় করিবার জন্য ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের জন্য তাহারা জুয়া খেলিত। যেমন জুয়াড়ীরা এই অঙ্গীকার করিত যে যে ব্যক্তি জুয়া খেলায় জয়লাভ করিবে সে জুয়া খেলায় অর্জিত অর্থ দ্বারা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ও তাহার গোত্রের লোকদিগকে আপ্যায়ন করিবে। যুদ্ধের সময় জুয়াখেলার মাধ্যমেই অর্থ সংগ্রহ করা হইত। এমন কি আজকালও যুদ্ধের সময় লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বর্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী এই প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহারা এই ব্যাপারে আরবদেরকেই অনুকরণ করিতেছে মাত্র। যুদ্ধ আসন্ন হইলে আরবগণ আপোষে জুয়া খেলিত এবং যে জয়লাভ করিত তাহাকেই যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহণ করিতে হইত। বস্তুতঃ অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইতে বঞ্চিত থাকিবার ফলে আরবগণ মদ্যপানে ও জুয়া খেলায় নিজদিগকে নিমগ্ন রাখিত। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ :- আবদুল লতিফ খান

أذكروا موتاكم بالخير

তোমরা তোমাদের মৃতগণকে উত্তমভাবে স্মরণ কর।

(হাদীস)

জামাতে আহমদীয়ার নিষ্ঠাবান কর্মী

মৌঃ নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব

জামাতের বন্ধুগণকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অন্তরে এই দুঃখজনক সংবাদ জানানো হইতেছে যে, সিলসিলা আহমদীয়ার অতীব নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মী এবং কামিয়াব ও সুরসিক মুয়াল্লেম মৌঃ নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর যাবৎ অসুস্থ থাকার পর ১৫ই জুন রোজ সোমবার আহমদনগরে ইন্তেকাল করিয়াছেন - انا لله و انا اليه راجعون

জামাআতের অনেক বন্ধুই আহমদীয়তের জন্য জনাব আফ্রাদ সাহেব মরহুমের পরম ত্যাগ, অপূর্ব কোরবাণী এবং নিষ্ঠাসহ কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে এবং তাঁহার সুরুচি ও উত্তম স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল আছেন। ভাগিনা হিসাবে আমি তাঁহার আহমদীয়ত গ্রহণ করার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালই নিকটে থাকিয়া লক্ষ্য করার সুযোগ পাইয়াছি; তাই দুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে এই উদ্দেশ্যে লিখিতেছি যে জনাব আফ্রাদ সাহেব পরম দীনদারীর এবং দীনের জন্য অপূর্ব কোরবানীর এমন এক উত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাহা আমাদের অনেকের জন্য বড়ই ঈমানবর্দ্ধক বিষয়। দীনে ইসলামের জন্য সাহাবা কারাম রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিমের যে অতুলনীয় ত্যাগ ও অপূর্ব কোরবানীর উল্লেখ আমরা ইসলামী ইতিহাসের পাতায় দেখিতে পাই, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সেই কোরবানীর রুহ জনাব আফ্রাদ সাহেবের জীবনেও কাজ করিতেছিল। সুরা জুমআয় এইরূপ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যেখানে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন و آخرين منهم لما يلحقوا بهم অর্থাৎ সাহাবা কারাম (রাঃ) এর পরে তাহাদের মধ্য হইতে আর একটি জামাআত হইবে যাহাদের মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর (প্রতিবিম্বের) আবির্ভাব হইবে; তাহারা এবাদত-বন্দেগী এবং ত্যাগ ও কোরবানীর দিক দিয়া সাহাবাদের গুণে গুণান্বিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে।

জনাব নূরুদ্দিন আফ্রাদ সাহেব ঢাকা জিলার মনহর্দি থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে প্রায় ১৯১৫ ইং সালে জনাব ওয়াসিমুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি দূর দূরান্ত অঞ্চলে সফর করেন। সেই সময়েই তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি এমন ভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন যে কিরূপে আল্লাহতালার সান্নিধ্য লাভ করা যায় ইহার অনুসন্ধানে এদিক ঐদিক কাতর চিত্তে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাজিত-পুরের এক বিশেষ নামকরা পীরের মুরিদ হইয়া গেলেন। আমি তখন বেশ ছোট এবং মামার বাড়ীতে থাকি; আমার খুব স্মরণ আছে যে কোন কোন সময় যখন সেই পীর

সাহেব মামার বাড়ীতে আসিতেন, তখন চার মামাই বিশেষ করিয়া নূর মামা তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করিতেন এবং প্রাণঢালা সেবা-যত্ন করিতেন। সম্ভবতঃ ১৯০৯ সনের কথা, এক সফরকালে নূর মামা হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ-এর আগমন সম্বন্ধে সংবাদ পান; তখন তিনি পূর্ণ আগ্রহের সহিত এবং গভীর দৃষ্টিতে ইমাম মাহ্‌দী আঃ-এর সম্বন্ধে পুস্তকাদি পড়িতে লাগিলেন। যেহেতু ফিৎরৎ নেক এবং নিয়্যৎ সৎ ছিল, কিন্তু হৃদয় সত্যের বারি বর্ষণের অভাবে তৃষ্ণার্ত ও কুঞ্চিত ছিল, যেমনি সত্যের পরশ লাগিল অমনি তাহার তৃষ্ণার্ত ও কুঞ্চিত হৃদয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, পানি শূণ্য বক্ষ এখন সত্য-বারিতে থমথম করিতে লাগিল; অনতিবিলম্বে তিনি পরম আন্তরিকতার সহিত ইমাম মাহ্‌দী আঃ-এর বয়েত করতঃ আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়া দ্বীনে-ইসলামের জন্য আত্মনিবেদন করিলেন।

বয়েত করার পর পরই সত্যের বিরোধিতার চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাঁহার উপর দিয়া বিরোধিতার ও শত্রুতার এক ভয়াবহ ঝড় বহিয়া গেল। আপন পর হইল, মিত্র শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। একদিন তাহাকে অপদস্ত করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হইল। উহাতে দূর দুরান্ত অঞ্চল হইতে উলামা যোগদান করিলেন। তাহারা সভাস্থলে আফ্রাদ সাহেবকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং যুক্তি-প্রমাণের পথে না আসিয়া আহমদীয়ত পরিত্যাগ করার জন্য আফ্রাদ সাহেবের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করিলেন এবং জোর যবরদস্তি পূর্বক এই হুকুম দিলেন যে আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে পূর্ণরূপে শায়েস্তা ও অপদস্ত করা হইবে। উত্তরে তিনি ধীর ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আমি কোন কাল্পনিক জিনিসের উপর ভ্রমবশতঃ ঈমান আনি নাই বরং বুঝিয়া শুনিয়া সত্য ইমাম মাহ্‌দীর উপর ঈমান আনিয়াছি যাহার অপেক্ষায় আপনারা সকলেই আছেন; তিনি সত্য না মিথ্যা, দলীল-প্রমাণের আলোকে ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। আমি স্পষ্ট দলিলের উপর কায়েম আছি; সুতরাং আমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করিতে পারি না। সভায় উপস্থিত কর্তৃপক্ষ এবং উলামা জনাব আফ্রাদ সাহেবের এই দৃঢ় সংকল্প লক্ষ্য করিয়া ভরা সভার মধ্যে তাঁহার গলায় জুতার হার পরাইল এবং সভার চারি পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে বাধ্য করিল যাহা তিনি স্বচ্ছন্দে করিলেন।

জনাব আফ্রাদ সাহেবকে তাঁহার বিশেষ গুণাবলীর দরুন মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য সকল আত্মীয় স্বজনই খুব ভালবাসিতেন। তাহারা সকলেই মরহুমের আহমদীয়াত গ্রহণ করার কিছু দিন পূর্বে বড় আশা ভরসা এবং প্রীতির সহিত তাঁহার বিবাহ তাঁহারই পরমা সুন্দরী ও রূপসী মামাতো বোন সমুজা খাতুনের সঙ্গে করাইয়া ছিলেন। তাহারা বিবাহের পর পরম আনন্দ ও সুখ শান্তির সহিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং বিবাহের কিছু দিন পরেই মরহুম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সভার কর্তৃপক্ষ উলামাকেরাম যখন জনাব আফ্রাদ সাহেবকে আহমদীয়তের উপর বদ্ধ পরিকর ও সম্পূর্ণ অবিচল দেখিতে পাইলেন, তখন তাহারা তাঁহার শ্বশুরালয়কে প্ররোচনা দিলেন যে তোমাদের জামাই কাদিয়ানী হওয়াতে কাফের হইয়া

গিয়াছে এবং তাহার স্ত্রীর তালাক হইয়া গিয়াছে। অতএব সে যদি তাহার নূতন ধর্মকে না ছাড়ে তাহা হইলে তোমরা তোমাদের কন্যাকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যাও এবং অন্য জায়গায় বিবাহ দিয়া দাও। এই আদেশ পাইয়া তাহারা আফ্রাদ সাহেবের উপর চরম চাপ সৃষ্টি করিল যে, হয়তো তুমি কাদিয়ানী ধর্ম ছাড়, আর না হয় স্ত্রী ছাড়, এই পথ ছাড়া কোন তৃতীয় পথ নাই। আফ্রাদ সাহেব উত্তরে বলিলেন যে তিনি কিছুতেই আহমদীয়ত ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে যখন আফ্রাদ সাহেব কোন কাজ বশতঃ বাড়ী হইতে বাহিরে ছিলেন, তাহারা অস্ত্রে সজ্জিত দল সহ গোপনে আসিয়া আফাদ সাহেবের প্রিয়তম স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতেও আফ্রাদ সাহেব আহমদীয়তের উপর অবিচলিত থাকিলেন। কিছু দিন পরেই তাহারা আফ্রাদ সাহেবের স্ত্রীকে তাহার মর্জির বিপরীত জোরপূর্বক অন্য জায়গায় বিবাহ দিলেন। এইদিকে উলামা জনাব আফ্রাদ সাহেবের অন্যান্য ভাই দিগকেও কড়া নির্দেশ দিলেন যে এই ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও, নচেৎ পরিণতি ভয়াবহ হইবে। ভাইগণও অবশেষে এই ভাইটির প্রতি বিতৃষ্ণ ও বিরাগ হইয়া তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আহমদীয়তের খাতিরে জুতার মালা গলায় পরিধানকারী এই ব্যক্তি আহমদীয়তের পথে স্ত্রীহারা ও সম্পত্তি হারা ব্যক্তি, আহমদীয়তের রাস্তায় এই নির্যাতিত ও উৎপীড়িত এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তি অবশেষে ঢাকা দারুত তবলীগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখনকার পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় তাঁহার এই অন্তর্ভেদী ও মর্মস্পর্শী বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়, যাহা পড়িয়া আপন অপর কোন ব্যক্তির চক্ষু আশ্রুসিক্ত না হইয়া পারে নাই।

পরবর্তী কালে আফ্রাদ সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পবিত্র জন্মস্থান কাদিয়ান চলিয়া যান। কিছুকাল ওখানে অবস্থান করার পর হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)-এর আদেশ অনুযায়ী বৃটিশ সৈন্য দলে ভর্তি হইয়া যান। চাকুরী কালেই ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত পাইকা গ্রামের এক সুখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনাব ওসিউজ্জামান সাহেব জনাব আফ্রাদ সাহেবের অপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের গুণবতী কন্যা জিনাতুন নেসা খানমের বিবাহ প্রস্তাব পেশ করিলেন। জনাব আফ্রাদ সাহেবের জন্য এই বিবাহ সর্বাঙ্গীন রূপে শুভ ও সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ হইল। আহমদীয়াতের উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বে যে কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন এখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে উহার প্রতিদান ও পুরস্কার দান করিলেন, পূর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী দান করিলেন, সম্পত্তি দান করিলেন, আর দান করিলেন আহমদীয়তের আলোকে আলোকিত পুরাতন ও নূতন আত্মীয়-স্বজন। এইরূপে আল্লাহ্‌ তায়ালার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল যে, 'আমি মোমেনের কোরবানী বিনষ্ট ও বৃথা যাইতে দিব না বরং বহুগুণে উত্তম পুরস্কার দান করিব।'

জনাব আফ্রাদ সাহেব জামাতের প্রাণকেন্দ্র খোলাফায়ে কারামের প্রতি পরম মহব্বত এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। জনাব নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের পূর্বে নাম

ছিল আবদুল হামিদ আফ্রাদ। ১৯৫৩ সালে যখন আবদুল হামীদ নামী এক আততায়ী হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-কে ছুরিকাঘাত করিল তখন জনাব আফ্রাদ সাহেব নিজের উক্ত নামটি রাখা সহ্য করিলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ এই নাম পরিত্যাগ করিয়া তিনি খলীফাতুল মসীহ আওয়াল হযরত হাজিউল হারমায়েন সৈয়্যদনা ও মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর নাম অনুসারে "নূরুদ্দীন" নিজের নামকরণ করিয়া সেই নামের আলোকে নিজেকে আলোকিত ও সুশোভিত করিতে লাগিলেন; এবং তখন থেকে তিনি আখ্যায়িত হইলেন নূরুদ্দীন আফ্রাদ নামে।

মরহুম আফ্রাদ সাহেব আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সেবা ও ইহার আলো বিস্তার করার জন্য পরম আগ্রহের সহিত সদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং যে কোন সুযোগ সৃষ্টি হইলে উহা গ্রহণ করিয়া সত্যের প্রচার করিতেন এবং উহার আলো বিস্তার করিতেন। যখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) ওয়াকফে জদীদের তাহরীক করিলেন তিনি তৎক্ষনাৎ লাব্বায়েক বলিয়া উহাতে যোগদান করিলেন এবং সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরম বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনার সহিত দ্বীনে ইসলামের খেদমত করিয়া যান।

মরহুম আফ্রাদ সাহেব নামায-রোযার শক্ত ভাবে পাবন্দি করিতেন, তাহাজ্জুদ নামায ও নফল রোযার প্রতি যত্নবান ছিলেন, মালি কোরবানীর মধ্যে সাধ্যাতীত ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন, তিনি শুরু হইতেই মূসী ছিলেন; মেহমান নোয়াযী করিয়া এবং মুসাফেরদিগকে আশ্রয় দান করিয়া আনন্দ বোধ করিতেন। আরও একটি বৈশিষ্ট আমি তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি বেজবান পশু-পশ্যাদি ও জী-জন্তুর কষ্ট দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং উহার কষ্ট দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। একবার এক ঘুঘু পাখী বাসায় ছানা রাখিয়া মারা যায়; জানি না, তিনি কিরূপে খোঁজ পাইলেন, তিনি নিজের মুখে চাল চাবাইয়া ছানাটিকে খাওয়াইয়া বাসায় রাখিয়া আসিতে লাগিলেন, এমন কি উহা বড় হইয়া উড়িয়া গেল। একবার একটি কুকুর গভীর কূপে পড়িয়া গেল, তিনি সিঁড়ি খোঁজিয়া আনিলেন এবং স্বয়ং কূপে নামিয়া কুকুরটি বাহির করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে অতি মধুর আজানকে আজও লোক স্বরণ করে। মোট কথা, মরহুম বহু গুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন যাহা ব্যক্ত করার জন্য বহু কাগজ কলমের এবং সময়ের দরকার। দোয়া করি যেন পরম দয়াময় আল্লাহ্ নিজ দয়া ও রহমতের চাদরে এই আত্মবিসর্জিত ব্যক্তিকে আবৃত করিয়া নেন এবং জান্নাতে মোকামে ফিরদৌস দান করেন—আমীন! তিনি পিছনে এক বিধবা ও দুই কন্যা ছাড়িয়া গিয়াছেন। বড় কন্যাকে এক ওয়াকফে জেন্দেগী মৌঃ আনিসুর রহমান সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছেন, তাহারা বর্তমানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে জামাতে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ হিসাবে ইলাণ্ডে অবস্থানরত আছে। বন্ধুগণ মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সুখ শান্তির জন্য বিশেষ ভাবে দোওয়া করিবেন।

খাকসার

—আবদুল আজিজ সাদেক সদর মুরুব্বী

সংবাদ ঃ

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জামাতের নামে
সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর
পবিত্র বাণী

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাতের নামে মোহ্তারম আমীর সাহেবের নিকট নিম্নলিখিত প্রীতিপূর্ণ পবিত্র বাণী তারযোগে প্রেরণ করেন :

> Assalamoalaikum. Please convey Eid Mubarak to all members of the Jamat stop May Allah bless them all and have mercy on them stop May He grant them the strength to devote their all for the sake of Allah and His prophet (peace be on him) stop May Allah be with us all and help us in our endeavours and crown our efforts for the propagation of Islam with success stop.
>
> Dated 28. 7. 91 *Khalifatul Masih*
> Rabwah

কেন্দ্রীয় লাজনার মোহতারমা প্রেসিডেন্ট সাহেবা কর্তৃক প্রেরিত
ঈদুল ফিৎরের পয়গাম

বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহর প্রিয় ভগ্নিগণ,
আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

শুভ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি লাজনার সকল সদস্যাগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইতেছি। উন্নততর পর্যায়ে পুণ্য ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ তৎপর থাকিয়া পবিত্র রমজান ব্রত পালন করিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত হই। আমি দোওয়া করি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে সত্যিকার অর্থে ঈদ উদযাপন করিবার তৌফিক দান করুন যখন ইসলামের পয়গাম পৃথিবীর চারি কোণে পৌঁছিবে এবং মানবজাতি তার স্রষ্টাকে চিনিতে পারিবে।

প্রিয় বোনেরা, এবারের ঈদুল ফিতর আমাদের জন্য এই কারণে বিশেষ একটি তাৎপর্য বহণ করে যেহেতু ইহা হিজরী পনের শতাব্দীর প্রথম ঈদ, ইসলামের গৌরব এবং আপন রুহানী সন্তান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে রসুলে পাক (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার উষালগ্নে যে শতাব্দীর সূচনা। এই শতাব্দী ইসলামের প্রধান্য এবং মানবজাতির আশা-ভরসার যুগ, যাহা স্নায়ুযুদ্ধ, আনবিক অস্ত্রের প্রসার ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল ও দরিদ্র দেশ সমূহের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের কারণে আজ ছিন্ন ভিন্ন। আমরা আহমদীগণ

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মানবজাতির সকল বিপত্তি ও সমস্যাবলীর সমাধান একমাত্র শান্তির ধর্ম 'ইসলামেই' নিহিত। আমাদিগকে কুরআনে বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। ইহা আমাদের স্কন্ধে বিশেষ গুরু দায়িত্ব আরোপ করে। সুতরাং আমাদিগকে দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

প্রথমত: আহমদী নারী হিসাবে, দ্বিতীয়ত আহমদী মা হিসাবে। প্রথমোক্ত দায়িত্বের জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআন শরীফ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ:)-এর কিতাব সমূহের পূর্ণজ্ঞান অর্জন করা ও এতদসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-এর নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা। আহমদী মা হিসাবে আমাদিগকে নিজ সন্তানগণকে 'প্রশিক্ষনদানের' গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা এই যুগে ইসলামের তরী পরিচালনা করিতে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে নিজ কর্তব্য সমাধা করিবার শক্তি দান করুন।

পরিশেষে পুনরায় আমি ঈদুল ফিতর আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং দোয়া করি আমাদের বন্ধুত্ব ও ভগ্নীয় বন্ধন যেন দিন দিন নিকটতর হয়।

মরিয়ম সিদ্দীকা
প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় লাজনা এমাউল্লাহ
রাবওয়া।

ইংরেজী চিঠির অনুবাদ—মাকসুদা রহমান

সমগ্র জামাতে পবিত্র মাহে রমজান উদযাপিত

পবিত্র মাহে রমজান ব্যাপী বাংলাদেশের সকল জামাতে প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও সগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ রোজা রাখার এবং বিশেষ ভাবে এবাদত ও দোয়া করার তৌফিক লাভ করিয়াছেন। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জামাতে মসজিদে আসরের নামাজের পর হইতে ইফতারীর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দৈনিক কুরআন শরীফের বিশেষ দরস অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবারগুলিতে জুমার নামাজের পর দরস দেওয়া হয় এবং ঢাকায় দৈনিক ফজরের নামাজের পর হাদিস শরীফেরও দরস অনুষ্ঠিত হয়। তেমনি ভাবে বাদ এশা তারাবীহ্‌র নামাজ নিয়মিত আদায় করা হয়। মাহে রমজানের শেষ দশদিন ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদে ৬জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা, চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে ৪ জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে ৫ জন পুরুষ এতেকাফ করেন। উক্ত দিনগুলিতে ঢাকায় তারাবীহ্‌র নামাজ ব্যতীত তাহাজ্জুদের নামাজও বাজামাত আদায় করা হয়। মুসলিম জাহান ও দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতি, সমগ্র মানব জাতীর হেদায়েত ও ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার ও জামাতের হেফাজত ও তরক্কি এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-এর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য বিশেষ ভাবে মোনাজাত করা হয়। গরীবদের মধ্যে জামাতী ব্যবস্থাধীন ফেৎরা এবং ফিদিয়ার টাকা সুষ্ঠু ভাবে বন্টন করা হয়। ঈদের নামাজ সর্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে অত্যন্ত আনন্দ-মুখর পবিত্র পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালার।

(আহমদী রিপোর্ট)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

দরসে কোরআন ঃ

রমযানে এক মাসব্যাপি স্থানীয় মসজিদ মোবারকে প্রত্যহ বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে ইফতারীর পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র কোরআন করীমের দরসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খোদ্দাম নিয়মিত যোগদান করেন।

বিশেষ অধিবেশন ঃ

গত ২৭শে জুলাই ৮ ইং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার "ন্যাশনাল কায়েদ" জনাব হাবিবুল্লাহ সাহেব। বিকাল ৫টা হইতে রাত ১১-৩০টা পর্যন্ত পূর্যায়ক্রমে এই অধিবেশ চলে। সভার আরম্ভে কোরআন করীমের তফসীর মূলক ভাষণ দেন জনাব মৌলভী সাইমুল্লাহ সাহেব। বর্তমান পরিস্থিতি ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন জিলা কায়েদ জনাব মোঃ আব্দুল হাদী সাহেব। রাতের বিশেষ ডিনারের পর সাংগঠনিক আলোচনা করেন জনাব আবদুল জলিল সাহেব, মোতামেদ বাংলাদেশ মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া। উক্ত অধিবেশন গুলিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রায় সকল খোদ্দামই উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র ঈদুল ফিতর দিবসে বিশেষ কর্মসূচী ঃ

২রা আগষ্ট ঈদের নামাজের পর জামাতের মরুব্বীগণ সহকারে খোদ্দাম স্থানীয় শিমরুলকান্দি কবরস্থানে গমন করে। সেখানে সমাহিত বিভিন্ন স্থানের মৃত আহমদী ভাইবোনদের এবং শহীদ-দ্বয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিকাল ৪টায় খোদ্দাম কয়েকজন মুরুব্বী সহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা প্রশাসকের বাস-ভবনে গমন করে। সেখানে মহকুমা প্রশাসকের সহিত ঈদ মিলন ও মোবারকবাদ জানাইবার পর তাঁহাকে জামাতে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদ সহ একখানা "কোরআন শরীফ" আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদান করা হয়। সেখান থেকে সকল প্রবীণ আহমদীদের বাড়ীতে যাওয়া হয় এবং তাদের সহিত সাক্ষাৎ করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

স্থানীয় তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ

গত ৭, ৮ ও ৯ই আগষ্ট তিন দিন ব্যাপী খোদ্দামুল আহমদীয়ার তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন শিক্ষা, হাদীসের ক্লাশ, দ্বিনী মালুমাত, আহমদ চরিত, ঐশী বিকাশ ও আহ্বান পুস্তক এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ের উপর রাত ৩-৩০টা নামাজ তাহাজ্জুদ হইতে পরবর্তী রাত ৯টা পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষা মূলক ক্লাশ গুলি পরিচালনা করেন জনাব মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব, জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মৌলভী সামসুজ্জমান সাহেব, কেন্দ্রীয় নোমায়েন্দা জনাব বোরহানুল হক সাহেব ও জিলা কায়েদ মোঃ আবদুল হাদী সাহেব। খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে দেন জনাব শহীদুর রহমান সাহেব, উত্তম চরিত্র গঠনে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন সমন্ধে জনাব ডাঃ আনোয়ার সাহেব তরবিয়তি ভাষণ এবং পরিশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেব। সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

সংবাদদাতা

শফিউল আলম বরকত
কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১৯৮০ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত

তালিমী পরীক্ষার ফল

বিষয় ঃ হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' ও 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক। মোট নম্বর ১০০

নিম্নে পরীক্ষার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হইল :—

তেজগাঁও জামাত ঃ

খোদ্দাম :

	নম্বর
১। খন্দকার মেনজীর আহমদ	৭৫
২। মোঃ বোরহানুল হক	৭৪
৩। মোঃ মসিউল হক	৭৫
৪। মোঃ তৌহিদুল হক	৭৬

লাজনা :

১। নিশাত সুলতানা (ছন্দন)	৭২

নাসেরাত :

১। রুমা বেগম	৭২
২। সাঈদা পারভীন	৭২
৩। কামরুন নেসা রাহী	৫৯
৪। মোর্শেদা সুলতানা	৭৬
৫। ভিকারুন নেসা (লুনা)	৭৩

আতফাল :

১। মোঃ রফিক উর রহমান	৪৮
২। রেজাউল আলম	৪১

ময়মনসিংহ জামাত ঃ

খোদ্দাম :

১। মোঃ আবদুল বাতেন	৭৭
২। মোঃ আবদুস সোবহান	৮৪
৩। মোঃ কে, এম, মাহমুদুল হাসান	৭৮
৪। মোহাম্মদ আমীর হোসেন	৮৮
৫। ফরিদ আহমদ	৬৮

আনসার :

১। মৌঃ সফিউল হক খান মিলকী	৬৪

কিশোরগঞ্জ জামাত ঃ

আনসার :

১। মৌঃ খন্দকার আজমল হক	৮৪

নাসেরাত :

১। তাহমিনা ইয়াসমীন	৮৭

খোদ্দাম :

১। খন্দকার মোঃ মাহবুব-উল-ইসলাম	৮১

লাজনা :

১। ফাহমিদা ইয়াসমিন	৭৩

খুলনা জামাত ঃ

খোদ্দাম :

১। মুহাম্মদ নূরুল্লাহ	৪৬
২। এম, এ, রাজ্জাক (রাজু)	৬২
৩। মোঃ আবদুল আজিজ	৭৮
৪। মোঃ জিলাফ মালী	৮০
৫। আহসান জামীল (ঝোটন)	৪২
৬। মোঃ সামছুর রহমান	৭৭

বিঃ দ্রঃ পূর্ব ঘোষণা মতে আগামী ২৮-৮-৮১ ইং তারিখে পরবর্তী তালিমী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ।

খাকসার

মোঃ খলিলুর রহমান

সেক্রেটারী তালীম

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহাস্পতিবারের কোন একদিন জামাতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামাবিউঁ ওয়া আতাবু ইলাইহি" অর্থাৎ আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩বার

(গ) 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুমা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযু'বিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখিতেছি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহমনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরক্রমাশীল হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত, সেবক; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফের্‌নাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor